

## ছইসেল বে- ায়িং (Whistle Blowing) নীতিমালা

### ১ উদ্দেশ্য

- ক. একটি ভাল মানের সংগঠন তৈরি। এটি ব্যবস্থাপনা বা কারো একার দায়িত্ব নয়- সবার দায়িত্ব।  
খ. নীতিবোধসম্পন্ন কর্মী তৈরি করা।  
গ. সংস্থা শুধু সবার অধিকার নিয়ে কাজ করবে না। সংস্থার কর্মীকেও সংস্থার জন্য কাজ করতে হবে।  
ঘ. দায়িত্ব শুধু নিজের জন্য নয়। সংস্থার জন্যও দায়িত্ব পালন করতে হবে।  
ঙ. কর্মীকে আত্মকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক হয়ে “সবার জন্য ভালো হোক আগে, তাহলে সাথে সাথে নিজেরটাও ভাল হবে”-এ নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

২ এটি একই অফিস, দলের মধ্যে প্রযোজ্য।

৩ এ নীতিমালাটি যখন ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে সেই সময়ে প্রযোজ্য। সংগঠন ছেড়ে চলে গিয়ে বা সংগঠনের ভেতর অন্যত্র গিয়ে এ রকম কথা বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪ একই অফিসের যার সাথে হয়তো বা কাজের সম্পর্ক নেই তার ক্ষেত্রেও এ নীতিমালাটি প্রযোজ্য।

৫ যদি দেখা যায় কোন সহকর্মী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো করছেন বা করতে যাচ্ছেন তাহলে তা যেকোন মাধ্যমে সরাসরি পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালককে জানাবেন।

- ক. সংগঠনের নীতিমালার বাইরে অথবা অসামাজিক, অনৈতিক, রাষ্ট্রবিরোধী, সংগঠনের বা এর ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু করছেন বা করবেন বলে সন্দেহ হচ্ছে।  
খ. কোনও কর্মী যদি অন্য সহকর্মী বা স্টেকহোল্ডারের বাসায় নিয়মিত আসা যাওয়া করেন বা ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বা সম্পর্ক গড়ে তোলেন বা কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেন।  
গ. সংস্থার নীতিমালা বহির্ভূত কাজ করেন।  
ঘ. কোন সহকর্মী যদি অফিসের সম্পদের ক্ষতি করেন, সম্পদ আত্মসাৎ করেন।

৬ যদি প্রমাণিত হয় যে, একই অফিসে ও একই দলে থেকে তিনি/তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো জানান নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে তিনি/তারা তা জেনেও জানান নি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর বিরুদ্ধে কোর্ট মানব সম্পদ নীতিমালা ২০১৩ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭ এখানে উল্লেখ্য যে যিনি এ ধরনের তথ্য প্রদান করবেন সংগঠন পর্যায়ে তারজন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে যাতে করে এ ধরনের পরিস্থিতি আন্দাজ বা চোখে পড়ার সাথে সাথে পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালককে জানানো হয়।